সংবাদ

তারিখ ... 27 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

বরগুনার শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কমিটির দ্বন্দ্বে তিনশ' শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, বরগুনা

আভ্যন্তরীণ কোন্দল, হয়রানি, নির্যাতন হামলা মামলায় জর্জরিত বরগুনার বেতাগী উপজেলার কুমরাখালী শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনশতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষক কর্মচারী, আসবাবপত্র, বেতন-ভাতা সবই রয়েছে কিন্তু পড়াশুনা নেই। শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার অভাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারছে না। শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা হতাশ হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি সরেজমিন শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গিয়ে দেখা গেছে, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী অথচ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮৩ জন। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী জয়ন্তি হাজরাসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী জানায়, পরীক্ষা দেয়াতো দূরের কথা এমনিতেই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা এলে সহকারী শিক্ষক দিপক কুমার রায়ের ছেলে দশম শ্রেণীর ছাত্র সুব্রত রায় ও মেয়ে রমা রানীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও সন্ত্রসীরা ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখায়, পথ আটকে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে সহকারী শিক্ষক বিনয় ভূষণ হাজরা জানান, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি স্বদেশ কুমার ওরফে সুব্রত রায় এবং সহকারী শিক্ষক দিপক কুমার রায়ের ইন্দনেই বিদ্যালয়ের এই করুণ দশা। বিনয় ভূষণ জানান, এ সময় তিনি শিখা রানীকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু তিনিও ঐ দুজন শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার হন। শিখা রানী জানান, তার স্বামী শ্যামল বিশ্বাস শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। বর্তমানে শিখা রানীর স্বামীর চিকিৎসা দুটি ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণ ঠিক সামলে উঠতে পারছেন না তিনি। তাই তার এ অসহায়ত্বের সুয়োগ নিয়ে বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি স্বদেশ কুমার রায় ওরফে সুব্রত রায় তাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। না মানায় শিখা রানীর ওপর নির্যাতন নেমে আসে। বিষয়টি বরিশাল শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করলে বেতাগী শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দিয়ে বেতাগী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয় অভিযুক্ত স্বদেশ কুমার রায় তার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক ফনি ভূষণ রায় ও শিখা রানী সম্পূর্ণ অবৈধ। বিদ্যালয়ে তাদের কোন কাজ থাকতে পারে না। তিনি চলতি এডহক কমিটিকেও অবৈধ ঘোষণা করে বলেন, বেতাগীর ইউএনও উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে বেতাগী থানার ওসি বলেন, শিখা রানীর দায়েরকৃত মামলার তদন্ত চলছে, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

> সরেজমিনে দেখা গেছে, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী